



LANSA

Leveraging Agriculture for
Nutrition in South Asia



কৃষির মাধ্যমে পুষ্টি উন্নয়ন

দক্ষিণ এশিয়ার পুষ্টিহীনতা দূর
করার লক্ষ্যে একটি গবেষণা কর্মসূচি
২০১২-২০১৮

আমরা কারা

লানসা ছয়টি গবেষণা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানের একটি পার্টনারশিপ। এর নেতৃত্বে আছে ভারতের এম এস স্বামীনাথন রিসার্চ ফাউন্ডেশন। অন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো হল ব্র্যাক (বাংলাদেশ), কালেক্টিভ ফর সোশাল সায়েন্স রিসার্চ (পাকিস্তান), ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (যুক্তরাজ্য), ইন্টারন্যাশনাল ফুড পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট (যুক্তরাষ্ট্র), আর লেভারহিউম সেন্টার ফর ইন্টিগ্রেটিভ রিসার্চ অ্যান্ড এগ্রিকালচার অ্যান্ড হেলথ (যুক্তরাজ্য)।



আমাদের কার্যক্রমে অর্থসহায়তা
দিচ্ছে যুক্তরাজ্য সরকার।



আমরা আপনার কথা শুনতে চাই

আরও তথ্যের জন্য এবং
নিউজলেটার পেতে চাইলে ভিজিট করুন

www.lansasouthasia.org

টুইটার এ আমাদের ফলো করুন:

@LANSAresearch



গবেষণার তিনটি বিষয়

১

পুষ্টি-সহায়ক
পরিবেশ

কিভাবে কৃষি ও খাদ্যব্যবস্থাকে
পুষ্টির অন্যান্য চালিকা
শক্তির সঙ্গে সংযোজিত
করা যায়।

২

কৃষি-খাদ্যনীতি
ও বাজার ব্যবস্থা

কিভাবে কৃষিনীতি, কৌশল
ও বাজার ভিত্তিক ব্যবস্থার
মাধ্যমে পুষ্টির উন্নয়ন
ঘটানো যায়।

৩

পুষ্টি-সংবেদনশীল
কৃষি

পুষ্টির অবস্থ্য উন্নয়নের
জন্য কৃষিতে কী ধরনের
পদক্ষেপ নেওয়ার পরিকল্পনা
করা যেতে পারে।

লানসা গবেষণার মাধ্যমে জানার চেষ্টা করে
কিভাবে কৃষি ও কৃষিজাত খাদ্য ব্যবস্থা ও নীতি এবং
কর্মকৌশলে পরিবর্তন এনে অপুষ্টি দূর করা যায়।

দক্ষিণ এশিয়ায় শিশু এবং যুব নারীদের পুষ্টি
উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো সমাধান করাই
আমাদের লক্ষ্য।

তিনটি পরস্পর-সংযুক্ত গবেষণা থিম

১

লিঙ্গ-বৈষম্য
ও পুষ্টি

পুষ্টি উন্নয়নের জন্য
লিঙ্গ-বৈষম্যজনিত কারণে
সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার
সমাধান অত্যন্ত জরুরি।

২

নতুন ধরনের
ব্যবস্থা

খাদ্য ও কৃষিব্যবস্থায়
নতুন ধ্যানধারণা
প্রবর্তনের গবেষণা
নেটওয়ার্ক।

৩

নাজুক পরিস্থিতি

দুর্যোগ ও নাজুক/চাপের
পরিস্থিতিতে সরকারের
দায়িত্ব নেওয়ার
সদিচ্ছা ও সক্ষমতা।

অসাধারণ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরও দক্ষিণ এশিয়ার
শিশু অপুষ্টির হার পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি।
এ অঞ্চলের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রধান জীবিকা কৃষি
হলেও, কৃষির মাধ্যমে এই অঞ্চলের অপুষ্টি দূর করার
সম্ভাবনা কে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে যাচাই করা হয়নি।

লানসা এটা প্রমাণ করতে চায় যে, বাস্তব প্রয়োগের
মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি অপুষ্টিতে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর
পুষ্টির উন্নয়ন করা সম্ভব।

গবেষণাভূক্ত চারটি দেশ

১

আফগানিস্তান

কোনো কোনো প্রদেশে
প্রাক ঝুল বয়সী শিশুদের
প্রতি পাঁচজনের মধ্যে
তিনজনই খর্বকায়
যা পৃথিবীতে সর্বোচ্চ।

২

বাংলাদেশ

খর্বকায় শিশুর সংখ্যা
বাংলাদেশে অনেক ছাস
পেয়েছে, তবে প্রাক
ঝুল বয়সী শিশুদের
প্রতি পাঁচজনের মধ্যে
দুইজনই অপুষ্টিতে ভুগছে।

৩

ভারত

অভাবনীয় অর্থনৈতিক
উন্নয়নের পরও অপুষ্টিতে
আক্রান্ত পৃথিবীর শিশুদের
এক-তৃতীয়াংশ এখানে
বাস করে।

৪

পাকিস্তান

পাঁচ বছরের কমবয়সী
শিশুদের ৪০ শতাংশ
খর্বকায় এবং এই
হার বাড়ছে।

আমরা শুধু গবেষণাই করি না

আমাদের গবেষণার ফল যাতে নীতি নির্ধারক এবং
সংশ্লিষ্ট অন্যদের কাজে আসে, সেজন্য শুরু থেকেই
আমাদের গবেষণাপরিকল্পনার সঙ্গে তাদের কে আমরা
যুক্ত করি। অংশীদারদের সঙ্গে তথ্য ও জ্ঞান ভাগ করে
নেওয়ার কাজও আমরা করে থাকি।